রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১২ সনের ৪৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১, ২০১২

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯৯—৫১৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৯১—১৪২১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৪৯—১১৬৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

অফিস আদেশ

তারিখ, ২৫ ভাদ্র ১৪১৯/৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

নং ৫১০/৩/প্রশাঃ/১৪২২—যেহেতু, জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, অধীক্ষক স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। গত ২২ জুলাই ২০১০ তারিখ ১৭:৪৫ ঘটিকার সময় জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, অধীক্ষক নিজ শ্যালককে অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য নামে তৈরীকৃত পাসপোর্ট ব্যবহারের অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তিনি র‍্যাব-২ এর কর্তৃক গ্রেফতার হন। সেহেতু তার বিরুদ্ধে এ প্রেক্ষিতে ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগর থানা পেনাল কোড ৪১৯/৪৬৫/৪৭১/১০৯ ধারায় তারিখ ২৩-৭-২০১০ইং মামলা নং ৩২ রুজু করেন। বর্ণিত মামলাটির বিচারিক কার্যক্রমের নিমিত্তে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করা হয়।

২। যেহেতু, উপরোক্ত মামলার প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, অধীক্ষক-কে অত্র সংস্থা হতে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের পত্র নং ৫১১/২/প্রশাঃ/১১৭৬ (অফিস আদেশ নং ৮৭/২০১০) তারিখ ২৯ জুলাই ২০১০ তারিখে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

৩। যেহেতু, উপরোক্ত মামলায় জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, অধীক্ষক-কে ২৩ জুলাই ২০১০ বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন এবং ১১ নভেম্বর ২০১০ তারিখ তিনি উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। তার বিরুদ্ধে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা এর আদালত নং ২৬, ক্রমিক নং ৩৫, তারিখ ১৮ মার্চ ২০১২ তারিখে আনীত অভিযোগসমূহের কোন উপাদান বিদ্যমান না থাকায় বর্ণিত মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে মামলা থেকে খালাস প্রদান করেন।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ মাহমুদুল করিম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ অক্টোবর ২০১২/০৮ কার্তিক ১৪১৯

বিষয় ঃ "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনার নীতিমালা-২০১২"

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০৫৫.১২/৭২৩—সরকারের রূপকল্প-২০২১ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আইসিটি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসমূহ যথারীতি চালু রাখা, এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং স্থাপিত যন্ত্রপাতিসমূহ সচল রাখার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ঃ

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবগুলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং ল্যাব পরিচালনা, সংরক্ষণ, মেরামতের সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পালন করবে। কোন ইকুইপমেন্ট বা তার যন্ত্রাংশ বিকল হলে প্রতিষ্ঠান তা তাৎক্ষণিক মেরামত করবে, ব্যয়ভার প্রতিষ্ঠানই বহন করবে।

(২) ল্যাব পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বে থাকবেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের লিখিত আদেশে কম্পিউটার শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কম্পিউটার শিক্ষক না থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন দক্ষ শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

(৩) প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক নিয়মিত ল্যাব ব্যবহার করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান, বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমোদনক্রমে, শিক্ষার্থীদের ল্যাব ব্যবহারের জন্য সময়সূচী নির্ধারণ করবেন।

(৪) কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সকল শিক্ষার্থী প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক ক্লাস ল্যাব ভেন্যুর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে করবে। ক্লাসরুটিনে ভেন্যু উল্লেখ থাকবে।

(৫) সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কাজে ল্যাব ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(৬) প্রয়োজনে এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ল্যাব ব্যবহার করা যাবে।

(৭) কম্পিউটার ল্যাব স্থানান্তর যোগ্য নয়। তবে অনিবার্য কারণে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানিজিং কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খরচে নির্ধারিত ভৌত সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রেখে স্থানান্তর করতে পারবেন। তবে কক্ষের আকার ন্যূনতম ২০×১৮ বর্গফুট হতে হবে।

(৮) ল্যাবের সকল প্রকার ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্রের হিসাব দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক স্টক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন এবং উক্ত রেজিস্টারের একটি কপি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট গচ্ছিত থাকবে।

(৯) ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ল্যাবের নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ল্যাব বন্ধ করার পূর্বে ল্যাবের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(১০) ল্যাবের জন্য নির্ধারিত কম্পিউটারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি কোন অবস্থাতেই ল্যাবের বাইরে ব্যবহার করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে ল্যাবের বাইরে ব্যবহার করা যাবে। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে কোন শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নিয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ন্যায় ব্যবহার করা যাবে।

(১১) ল্যাবে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। কোন যান্ত্রিক ত্রুটি বা গোলযোগ দেখা দিলে তাৎক্ষণিক তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যয়ে মেরামত করে বা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইন্টারনেট ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।

(১২) প্রতিটি কম্পিউটারে ইউপিএস ব্যবহার করতে হবে। ইউপিএস নষ্ট হলে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তা মেরামত বা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৩) কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি ল্যাবের জন্য কম্পিউটার বা সরঞ্জামাদি প্রদান করতে চাইলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটিকে অবহিত রেখে) গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উক্ত মালামালের হিসাব সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

(১৪) প্রতিষ্ঠান প্রধান/ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সকল কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই নীতিমালা যথাযথ প্রতিপালিত না হওয়ার কারণে ল্যাব বন্ধ থাকলে বা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

(১৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কম্পিউটার সংক্রান্ত যত ট্রেনিং হবে তার ভেন্যু হবে উপজেলা পর্যায়ের ল্যাব। তাছাড়া, ল্যাবে সরকার নির্ধারিত পাঠদান সময়ের বাইরে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ফি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৫০% ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করতে হবে। অবশিষ্ট ৫০% প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ব্যয় করা যাবে। সকল ব্যয়ের ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে যা নিরীক্ষাযোগ্য। কম্পিউটার ল্যাব এর জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করতে হবে।

(১৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কম্পিউটার ল্যাব এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং টুল ডেভেলাপ করে তার মাধ্যমে মনিটর করতে হবে।

২। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।